তারিখ ... 14 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

প্রথম আলো

সমীর রঞ্জন নাথ

# গাইডবই ও প্রাইভেট কোচিং মোকাবেলার উপায়

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে একটি শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া খসড়া থেকে জানা যায়, গাইডবই ও প্রাইভেট কোচিংয়ের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে সরকার শিক্ষা আইনের মাধ্যমে একে মোকাবেলার উদ্যোগ নিচ্ছে। আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য কোনো ধরনের নোট বা গাইডবই প্রকাশ করা যাবে না। সরকার প্রাইভেট কোচিং বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উভয় ক্ষেত্রেই বিধান লংঘনকারী অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাকে অর্থ, কারা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

প্রাইভেট পড়া বা পড়ানো আমাদের দেশে নতুন নয়। শিক্ষা যখন এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি তখন তো প্রাইভেটেই শিক্ষালাভের আয়োজন করা হতো। এমনকি আশ্রমিক শিক্ষারকালে একজন গুরুর অধীন সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী পড়ালেখা করত। এটিও এক অর্থে ছিল প্রাইভেট শিক্ষারই শামিল। ইংরেজ আমলে এদেশে যখন কলেজ শিক্ষার পত্তন হতে শুরু করে তখন তা আরেক রূপ লাভ করে। দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা ওইসব কলেজে ভর্তি হয়ে কলেজসংলগ্ন এলাকায় জায়গির থাকত। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে তারা জায়গিরদার পরিবারের জন্য কিছু কাজ করত, নিজের পড়ালেখা করত আর তার স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের পড়ালেখা দেখিয়ে দিত। এরা লজিং মাস্টার হিসেবে পরিচিত ছিল। এরা সেই আমলের প্রাইভেট টিউটর।

সময় বদলেছে। শিক্ষার বিস্তার হয়েছে। এখন গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়। নিজ গ্রামে না হলেও নিজ বা পাশের ইউনিয়নে উচ্চবিদ্যালয় বা দাখিল মাদ্রাসা; প্রতি উপজেলায় একাধিক কলেজ। বিদ্যালয় বা কলেজের উদ্যোগে অথবা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রায়ই গড়ে উঠছে শিক্ষার্থীনিবাস। ছাত্রীদের জন্যও রয়েছে একই রকম ব্যবস্থা। ফলে জায়গির থাকা বা লজিং মাস্টার হিসেবে শিক্ষাজীবনের একটি অধ্যায় অতিবাহিত করার প্রবণতা অনেকাংশে কমেছে, নেই বললেই চলে। তাই বলে প্রাইভেট পড়া বা পড়ানোর প্রবণতা এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে।

প্রাইভেট টিউটরিং এখন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এটি অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীর বাসায়, টিউটরের বাসায়, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে এবং আলাদা কোনো স্থানে। তারপর রয়েছে কোচিং সেন্টার নামক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীর বাসায় গিয়ে যারা পড়ান তারা হয়তো একসঙ্গে একজনের বেশি পড়াতে পারেন না; কিন্তু বাকিরা করেন গ্রুপ কোচিং। শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে ওইসব স্থানে পড়তে যায়। এসব দলের কোনো কোনোটি এত বড় যে তা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যার সমান। অনেক সময় এগুলোকে দেখে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ থেকে আলাদা করা যায় না। প্রাইভেট কোচিং যারা করান তাদের একটি বড় অংশ বিদ্যালয়ে চাকরিরত শিক্ষক। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষিত বেকার ও নানা পেশায় চাকরিরত ব্যক্তি।

বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল কথা হল, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ হবে শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু, সেইসঙ্গে সমগ্র বিদ্যালয়তো রয়েছেই। ইংরেজিতে যাকে বলে স্কুলিং। সেখানেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলে শিক্ষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত পদ্ধতি মেনে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন করবেন। শ্রেণীকক্ষের কর্মকাণ্ড যেন শিক্ষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয় সেজন্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণের যত আয়োজন। শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীকে এমন যন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার মহাসড়কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেন সে নিজ আগ্রহেই ওই পথ ধরে এগোতে পারে। এর পরের কাজ হল চলার পথে তাকে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরিচর্যা দেয়া। অর্থাৎ তাকে স্বাবলম্বী শিক্ষার্থী হতে সাহায্য করা। একবার পথ খুঁজে পেলে শিক্ষার্থীর আর বেপথু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। শিক্ষকরা যেন তাদের কাজটি ঠিকমতো করেন তার জন্য রয়েছে প্রধান

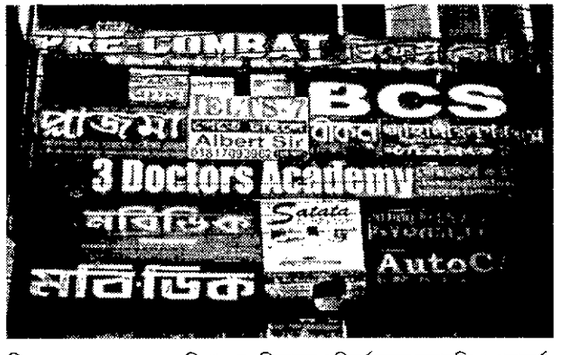


শিক্ষকের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকদের তদারকি ও পরামর্শ। আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার গলদ দুটি। প্রথমত, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রণালী অত্যন্ত দুর্বল; দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়টির কারণে প্রথমটি ভেঙে পড়েছে। স্কুলিং বলতে যা বোঝায় তা এখানে হচ্ছে না। ব্যতিক্রম বাদে, শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে না পড়িয়ে একে প্রাইভেট কোচিংয়ের বাজার সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা। প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত চারটি পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন করে পুরো ব্যবস্থাটিকে শিক্ষাকেন্দ্রিক না করে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে ফেলা হয়েছে। শেখার জন্য পড়ালেখা না করে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য। শিক্ষকরাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ান। একই কারণে দিনে দিনে প্রসারিত হয়েছে গাইডবই ব্যবহারের প্রবণতা। গাইডবইতে তৈরি উত্তর পাওয়া যায়, ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বঞ্চিত হয় ভালো উত্তর তৈরি করার চর্চা থেকে। শিক্ষকরা বঞ্চিত হন ভালো প্রশ্ন করার দক্ষতা অর্জন থেকে।

প্রাইভেট টিউটর শিক্ষার্থীর সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন, তা তিনি যেই হোন না কেন। ফলে তাদের এত কদর। প্রাইভেট টিউটরিং ব্যবস্থা যতদিন প্রবলভাবে টিকে থাকবে ততদিন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের মান বাড়বে না। আবার পরীক্ষাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন গাইডবইকেও সরানো যাবে না। একদিকে যেমন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের অপর্যাপ্ত মানের কারণে প্রাইভেট কোচিং গতিপ্রাপ্ত হচ্ছে; আবার উল্টোভাবে প্রাইভেট কোচিং গতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ-শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ফলে এর মান নিচে নেমে যাচ্ছে। সুস্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে উভয়টিকেই একসঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। পাবলিক পরীক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ ও কার্যকর বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা স্থাপন করা না গেলে গাইডবই এবং প্রাইভেট টিউটরিং থেকে মুক্তি মিলবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট, গাইডবই ও প্রাইভেট টিউটরিং সমাজের এবং শিক্ষাব্যবস্থার নানামুখী শক্ত সম্পর্কের জালে জড়িয়ে রয়েছে। শুধু আইন করে নিষেধ করার মাধ্যমে এদের মোকাবেলা করা যাবে না। আইনটি সামনে রেখে কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। বিদ্যালয়ের যে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করাবেন বলে বেতন নেন, তিনি কি সেই শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়িয়ে আবার টাকা নিতে পারবেন? যদি পারেন তবে তো তার শ্রেণীকক্ষে না পড়ানোর ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কি অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন? যদি পারেন, তারা যে পারস্পরিক একটা সামাজিক চুক্তিতে এসে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখবেন না তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। শিক্ষাসংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষাবিজ্ঞানের কোনো নিয়ম না মেনে যারা প্রাইভেট পড়াচ্ছেন তাদের হাতে স্কুল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভার আর কতকাল চলবে? যদি চলতেই থাকে তাহলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে এত এত টাকা খরচ করার যৌক্তিকতা কোথায়? যেসব অভিভাবক সন্তানদের প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ করান এবং গাইডবই কিনে দেন অথবা যেসব শিক্ষক নিজেরাই গাইডবই ব্যবহার করে পড়ান তাদের সম্পর্কে নীরবতা পালন করে আইনটি কতটা কী করতে পারবে সে ব্যাপারেও ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। এদের দিকে নজর না দিলে ক্রমে গাইডবই ও প্রাইভেট কোচিংয়ের আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেটও তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে এখন করণীয় কী? প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে গাইডবই ও প্রাইভেট টিউটরিং বন্ধের বিষয়টি যতটা হালকাভাবে এসেছে বিষয়টি ততটা হালকা নয়। উভয় ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের দিকে নজর দেয়া দরকার, যার কিছু উপরে তুলে ধরা হয়েছে। উপর্যুক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের গাইডবই ও প্রাইভেট কোচিংয়ের অংশগুলো আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলে এগুলোকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার পথ প্রশস্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য হতে হবে সার্বিকভাবে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

**সমীর রঞ্জন নাথ** : *কর্মসূচি প্রধান, শিক্ষা গবেষণা ইউনিট, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক*